সংবাদ

28 JUN 2003

তারিখ ... 28 JUN 2003 ...
পৃষ্ঠা ... 8 কলাম ...

সম্পাদকী

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি পরীক্ষার ফল বিপর্যয়

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত ডিগ্রি পরীক্ষায় ফেলের হার এবার রেকর্ড করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়টির পরীক্ষা পরিচালনার গত ১০ বছরের ইতিহাসে এত খারাপ ফল কখনও হয়নি। বিএ, বিএসএস, বিএসসি ও বিকম 'পাস' পরীক্ষার অংশগ্রহণকারীদের মাত্র ২৪ দশমিক ৭৭ ভাগ পাস করেছে। এছাড়াও কয়েকটি বিস্ময়কর তথ্য আছে এ পরীক্ষা সম্পর্কে। দেশে ১ হাজার ৫০টি তথাকথিত 'ডিগ্রি কলেজ' রয়েছে। এসব কলেজের অনেকগুলোই অনুমোদিত নাম না-হওয়া সত্ত্বেও নামের ভেতর 'সরকারি ডিগ্রি' শব্দ দু'টি যোগ করে। এবারের পরীক্ষায় এসব কলেজের ৪৩টি থেকে কোন পরীক্ষার্থীই পাস করতে পারেনি।

পরীক্ষায় পাসের হার 'সম্মানজনক' পর্যায়ে আনার জন্য গত বছরের মতো এবারও ৬ নম্বর করে গ্রেস দেয়া হয়েছিল। তাতেও গত বছরের চেয়ে এবার পাসের হার শতকরা দশ ভাগ কমে গেছে। বিপুলসংখ্যক ছাত্রছাত্রী ইংরেজিতে পাস করতে পারেনি বলে ডিগ্রি পরীক্ষায় ফেল বিবেচিত হয়েছে। সবচেয়ে বিস্ময়ের তথ্য হলো, প্রায় ৩২ হাজার ছাত্রছাত্রী পরীক্ষার জন্য ফরম পূরণ করেও পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেনি। এর ব্যাখ্যা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ই দিতে পারে। পরীক্ষার অংশগ্রহণ করেছিল ১ লাখ ৮১ হাজার।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডিগ্রি পরীক্ষায়' যারা পাস করেছে, তারা 'ব্যাচেলর' ডিগ্রি পাবে। এরা যদি কিছু শিখে থাকে, তবে তা নিজের আগ্রহ ও চেষ্টাতেই শিখেছে। পাস করার কৃতিত্বটাও তাদেরই। কেননা, তথাকথিত ডিগ্রি কলেজগুলোতে উপযুক্ত শিক্ষক বড় একটা থাকেন না। যেসব কলেজে অনার্স কোর্স চালু হয়েছে সেগুলোতেও না। ফলে সারাদেশে ডিগ্রি ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের পড়ানোতে একটা দৈন্যদশা বিরাজ করছে। এমনকি সরকারি কলেজগুলোতেও পর্যাপ্ত শিক্ষক থাকে না। ইংরেজি শিক্ষার দৈন্য কতটা প্রকট, তা পরীক্ষার ফলাফল থেকে আন্দাজ করা যাচ্ছে। খোঁজ-খবর নিলে দেখা যাবে, অধিকাংশ ডিগ্রি কলেজে ইংরেজি শিক্ষকের অভাব। যারা আছেন, তাদের অনেকের ইংরেজি ভাষা জ্ঞানটাও পড়ানোর উপযুক্ত নয়।

পরীক্ষার ফল এত খারাপ হলো কেন, তা নিয়ে যেসব মন্তব্য করা হচ্ছে সেগুলোও বিবেচনা করার মতো। এবার নাকি নকলের সুযোগ কম ছিল। বহু কলেজ নকলের সুযোগ নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করে। ফরম পূরণটাও এর একটা অংশ বলে মনে করা হয়। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী নকলের সুযোগ না থাকায় বা না পাওয়ায় অনেকেই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেনি। তারপরও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি পরীক্ষায় বহিষ্কারের সংখ্যা কম নয়। সব মিলিয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির মান নিচে নেমে গেছে এবং এদের ডিগ্রির দাম ও বিশ্বাসযোগ্যতা বাজারে বেশ কম।

আজকাল এইচএসসি পাস করার পর মেধাবী ও মধ্যম মানের ছাত্রছাত্রীদের অনার্স ডিগ্রির জন্য পড়ার দিকেই ঝোঁক বেশি। অনেক কলেজ প্রস্তুতি ছাড়াই অনার্স কোর্স পড়ানো শুরু করলেও সেখানে তারা ভর্তি হচ্ছে। ফলে ডিগ্রি 'পাস' পরীক্ষায় যারা অংশগ্রহণ করে, তারা 'ভাল ছাত্র' নয় বলেই মনে করা হয়। কলেজগুলো এদের ভাল করে পড়িয়ে পরীক্ষায় পাস করার উপযুক্ত করে তুলবে, তেমন পরিবেশও দেশে নেই।

বহুদিন থেকেই একটা প্রস্তাব বিবেচনা করা হচ্ছে, যার মূল কথা হলো দু'বছরের ডিগ্রি কোর্স তুলে দেয়া। প্রতিটি জেলায় একটি কি দু'টি করে কলেজে অনার্সসহ ডিগ্রি কোর্স প্রবর্তন করে বাকিগুলো এদের সঙ্গে সমন্বয় করা। তাহলে বাংলাদেশে প্রদত্ত 'ব্যাচেলর ডিগ্রি' মানসম্মত হওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে। এসব প্রকল্পে বিদেশী অর্থসাহায্যও পাওয়া যাবে বলে ধরে নেয়া হয়। কিন্তু স্থানীয় রাজনীতির জটিল আবর্তে পড়ে 'শিক্ষা সঙ্কোচনের ধুয়া' তুলে শেষ পর্যন্ত পুরনো পদ্ধতিই চালু রাখা হচ্ছে। ফলটা হলো শিক্ষা ব্যবস্থায় দুর্নীতি ও অপচয়। পরীক্ষায় তিন-চতুর্থাংশ অংশগ্রহণকারী ফেল করছে। এটা যে কি বিরাট জাতীয় অপচয় তা নিয়ে উচ্চপর্যায়ে আলোচনা হওয়া উচিত।